In the Supreme Court of Bangladesh
High Court Division
(Criminal Revisional Jurisdiction)
Present:
Mr. Justice Ashish Ranjan Das
And
Mr. Justice Md. Riaz Uddin Khan

Criminal Revision No. 1493 of 2023

In the matter of:

An application under Section 439 read with section 435 of the Code of Criminal Procedure

In the matter of:

Iman Ali

---Complainant-Petitioner

-VERSUS-

Most. Shimu Begum and others

----- Opposite Parties

Mr. A K M Shamshad, Adv

---For the Complainant-Petitioner

Mr. S.M. Asraful Hoque, D.A.G with
Mr. Sheikh Serajul Islam Seraj, D.A.G
Ms. Fatema Rashid, A.A.G
Mr. Md. Shafiquzzaman, A.A.G. and
Mr. Md. Akber Hossain, A.A.G

-----For the State

Heard and Judgment on 20.11.2023

Md. Riaz Uddin Khan, J:

Rule was issued on an application filed under Section 439 read with section 435 of the Code of Criminal Procedure calling upon the opposite parties to show cause as to why the order dated 20.02.2023 passed by the Joint Sessions Judge, 2nd Court, Jamalpur in Sessions Case No. 524 of 2022 arising out of C.R. Case No. 200 of 2021 allowing the application under section 265C of the Code of Criminal Procedure and thereby discharging the accused-opposite parties No. 1-9 from the

charge under sections 34/342/385/109/506 of the Penal Code, 1860, pending in the Court of Joint Sessions Judge, 2nd Court, Jamalpur should not be set aside and/or such other or further order or orders be passed as to this Court may deem fit and appropriate.

The facts for disposal of this Rule are that the complainant filed C.R Case No.200 of 2021 against 9(nine) accused-persons under sections 406/420/467/468/471/34/109 of the Penal Code alleging inter alia that while his son Imran was studying at Beltoil School, accused No.8 proposed to give marriage of his son with accused no.1, minor daughter of accused no.2 but he refused the proposal as his son was minor; however on the request of accused no.2-8 it was decided that marriage would be solemnized through a local Moulvi but it would be registered after both the bride and groom attain the age of majority; accordingly on 17.6.2019 informally marriage was solemnized fixing the dower at Tk-60,000/- out of which Tk-15,350/- was paid as prompt and rest to be paid later as deferred dower; thereafter, the complainant took the accused No.1 in his house as his daughter-in-law on several occasions but at one stage she refused to come back to his house and stopped all communication with her husband, Imran asking him not to go to her

father’s house anymore; the complainant after knowing it along with witnesses No. 2-8 went to the house of the accused no.2 on 20.5.2021 to bring back the accused No.1; on that day the accused no.2-8 confined the complainant with witnesses No.2-8 in the house of the accused no.2 and demanded Tk-200,000/=(two lac) otherwise they would not let them free and would not allow the accused No.1 to go to their house; then the accused persons threatened them to leave the house demanding Tk-200,000/- and at 3.00 AM set the witness no.4-8 free who informed the matter to his son who lodged a written complaint to the Melandah police station and police on 21.05.2021 rescued them in presence of journalists; thereafter the informant went to the accused no.9 for the kabinnama but he refused to give it and the informant tried to solve the dispute by shalish through local elites in vain for which on 30.05.2021 his son divorced his wife accused no.1 through a Notary Public; after receiving the notice of divorce the accused no.1 on 13.05.2021 filed a criminal case under section 3 of the Dowry Prohibition Act, 2018 and after getting summons from court the informant collected the copy of the nikahnama which is a forged one created by the

accused no.2-8 in connivance with accused no.9 mentioning dower money as Tk-200,000/- instead of Tk-60,000/-; with these allegations the complaint was filed on 13.07.2021.

An unofficial inquiry was held by one Dilip Chandra Sarker, Sub-Inspector of police, Melandah police station who allegedly rescued the informant from the house of accused no.2, submitted his report to one Khalilur Rahman, Inspector of Criminal Investigation Department (CID), Jamalpur on 28.10.2021. However, by the order of the learned Magistrate, the Criminal Investigation Department (CID) carried out Inquiry of the matter and submitted Inquiry Report against all the accused persons under sections 34/342/385/109/506 of the Penal Code but could not find any prima facie truth of allegations under sections 420/468/467/471/420 of the Penal Code.

In course of time the case was transmitted to the Court of learned Joint Sessions Judge, 2nd Court, Jamalpur for trial and registered as Sessions Case No. 524 of 2022.

The accused-opposite parties filed application under section 265C for discharge and after hearing the learned trial Judge allowing the application discharged all the

accused by his impugned order dated 20.02.2023 against which the complainant filed the instant revision and obtained this Rule.

Mr. A.K.M. Shamshad, the learned Advocate appearing for the complainant petitioner submits that the petitioner made allegation in his petition of complaint that they were unlawfully confined by the accused opposite parties who demanded Tk. 200,000/- to them and after inquiry the Police also found prima facie truth of that allegations but the learned trial Judge is wrong in finding that there was no ingredient of section 385 of the Penal Code.

No one appears to oppose the Rule when the matter was taken up for hearing.

We have heard the learned Advocate for the complainant petitioner, perused the application along with other materials on record available before us.

It appears from the petition of complaint that the complainant alleged that all the accused opposite parties confined him along with witnesses when they went to the house of accused no.2 and demanded Tk-200,000/- on 20.05.2021 and on 21.05.2021 police of Melandah PS rescued them. It was further alleged that accused nos.2-8 in

connivance with accused no.9, a nikah registrar, created a forged nikahnama mentioning Tk-200,000/- as dower instead of Tk-60,000/- and using it as genuine filed a criminal case.

It further appears from the inquiry report of CID dated 30.12.2021 that the allegations under sections 420/468/467/471/406 of the Penal Code was not prima facie proved but allegation under section 34/342/385/109/506 of the Penal Code has been prima facie proved. The inquiry report has been accepted by the court and the complainant did not raise any objection to it. However, the trial court refused to frame charge against the accused opposite parties on the finding that there was no ingredient of offence of extortion or of illegal confinement.

Sub-Inspector Dilip Chandra Sarker of Melandah police station who allegedly rescued the complainant and others as claimed by the complainant submitted a report dated 28.10.2021 stating that:

" বিষয়- প্রতিবেদন।

সূত্রঃ জামালপুর (মেলান্দহ) সিআর মামলা নং-২০০/২০২১, ধারা-৩৪/১০৯/৪০৬/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ পেনাল কোড।

জনাব,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, সূত্রোক্ত মামলার বাদী ইমান আলী, পিতা-মৃতঃ ইব্রাহিম খলিল, সাং-বেলতৈল খায়েরপাড়া, থানা-মেলান্দহ, জেলা-জামালপুর তাহার অভিযোগে উল্লেখ করেন যে, ইং ২০/০৫/২০২১ তারিখে তিনি পরিবারের লোকজন নিয়া তাহার পুত্র বধু মোছাঃ সীমা বেগম, পিতা-মোঃ হযরত আলী, সাং-চর ঘোষেরপাড়া, থানা-মেলান্দহ, জেলা-জামালপুরকে আনিতে গেলে বিবাদীগন তাহাদের কে আটক করিয়া রাখে। পরে তাহার ছেলে ইং ২১/০৫/২০২১ তারিখে মেলান্দহ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিলে পুলিশ গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে। উল্লেখিত বিষয়ে এই মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করিতেছি যে, ইং ২১/০৫/২০২১ তারিখে আমি সঙ্গীয় ফোর্স সহ মেলান্দহ থানা এলাকায় জরুরী ডিউটি করা কালে অনুমান বিকাল ১৫.০০ ঘটিকার সময় অফিসার ইনচার্জ স্যার ফোনে জনান যে, মোঃ ইমরান হোসেন, পিতা-ইমান আলী, সাং-বেলতৈল খায়েরপাড়া, থানা-মেলান্দহ, জেলা-জামালপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন যে, মেলান্দহ থানাধীন চর ঘোষেরপাড়া গ্রামে তার শশুর বাড়ী হইতে তাহার স্ত্রী মোছঃ সীমা বেগমকে তার পিতা মাতা আনিতে গেলে তার শশুর ও শশুর বাড়ীর লোকজন তার পিতা মাতাকে আটক করিয়া রাখিয়াছে। বিষয়টি দেখে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেওয়ার জন্য বলিলে আমি সঙ্গীয় ফোর্স সহ চর ঘোষেরপাড়া গ্রামে চৌরাস্তা মোড়ে অবস্থান করিলে কিছু সময় পর হাজী মোঃ আবুল হাশেম পিতা-মৃতঃ জামাল উদ্দিন সরকার, সাং-বয়ড়া ডাঙ্গা, থানা-মেলান্দহ, জেলা-জামালপুর (সভাপতি মেলান্দহ প্রেসক্লাব) মোবাঃ-০১৭১২-৯০৮০৮৫ উপস্থিত হয়ে উল্লেখিত অভিযোগর একটি কপি আমাকে দেয়। ঘটনা শুনে স্থানীয় মোঃ জহুরুল ইসলাম (সাবেক মেম্বার) পিতা-মৃতঃ দেলোয়ার হোসেন মুন্সি, মোঃ-০১৭২৪১২৯২৯০, মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, পিতা-মৃতঃ আবুল খায়ের, মোবাঃ-০১৭১৫১১৩৮০৫ উভয় সাং-চর ঘোষেরপাড়া, থানা-মেলান্দহ, জেলা-জামালপুরগন সহ আরও স্থানীয় লোকজন বিবাদী মোঃ হযরত আলী, পিতা-মৃঃ খাজা কামাল মুন্সি, সাং- চর ঘোষেরপাড়া, থানা-মেলান্দহ, জেলা-জামালপুরকে তার মেয়ের শশুর শাশুরীকে নিয়া চৌরাস্তা মোড়ে আসতে বলিলে তাহারা সকলে চর ঘোষেরপাড়া চৌরাস্তা মোড়ে আসে। তখন আমি ও উপস্থিত গন্যমান্য লোকজন উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনি। উভয় পক্ষের কথা শুনে জানা যায় যে, বাদীর ছেলের কাছে বিবাদী হযরত আলীর মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার পর হইতে তাদের মধ্যে বনিবানা না হওয়ায় বিবাদী হযরত আলীর মেয়ে কিছু দিন পর পর তার পিতার বাড়ীতে চলে যায়। বাদীর ছেলে ইমরান হোসেন তার স্ত্রীকে আনার জন্য শশুর বাড়ীতে গেলে তার স্ত্রী

আসবেনা বলে জানায়। পরবর্তীতে বাদী ইমান আলী তার স্ত্রী, মেয়ে ও আত্মীয় স্বজন সহ ইং ২০/০৫/২১ তারিখে ছেলের স্ত্রীকে আনার জন্য ছেলের শশুর হযরত আলীর বাড়ীতে যায়, বিবাদী হযরত আলী জানায় তার মেয়েকে আর দিবে না এবং দেনমোহরের টাকা ফেরৎ দিয়ে তালাক দিতে বলে। তখন বিবাদী হযরত আলী ও তার বাড়ীর লোকজন, দেন মোহরের টাকার জন্য বাদী ইমান আলী তার স্ত্রী ও মেয়েকে বাড়ীতে বসিয়ে রাখে এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদেরকে দেন মোহরের টকা নিয়া যাওয়ার জন্য ২০/০৫/২০২১ তারিখ রাতেই বাড়ী থেকে বের করে দেয় বলে জানা যায়। উপস্থিত লোকজনের সামনে বিবাদী হজরত আলী তাহার মেয়েকে আর দিবেনা বলে জানায় এবং তার মেয়ে সীমা বেগম বলে সে আর স্বামীর বাড়ীতে যাবে না। তখন উপস্থিত গন্যমান্য লোকজন এর উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, এক মাস পর উভয় পক্ষ স্থানীয় চেয়ারম্যান ও গন্যমান্য লোকজনদের উপস্থিতিতে তালাক ও দেন মোহরের বিষয়টি সমাধান করিবে বলে উভয় পক্ষ যার যার বাড়ীতে চলে যায়।

অতএব মহোদয় ইহা আপনার সদয় অবগতির জন্য অত্র প্রতিবেদন দাখিল করা হইল।.”

So, it is clear from the above report of the police of Melandah police station that the complainant and his witnesses were not illegally confined by the accused opposite parties and police of Melandah PS did not rescue the complainant from the house of the accused no.2. It further appears from the said report that the money demanded was not of ransom but of alleged dower money of accused no.1. The complainant petitioner did not annex the statements of witnesses before this Court to show that they have made out a prima facie case to frame charge in the instant case.

The alleged occurrence took place on 20.05.2021 but the instant case has been filed on 13.07.2021 long after 54 days, admittedly after receiving summons from the court in a case filed by the present accused petitioner no.1 under section 3 of the Dowry Prohibition Act, 2018 on the allegation of demanding dowry. The above facts *ipso facto* suggest that the complainant would not made any allegation against the present accused petitioners if the above mentioned criminal case was not filed against him and his son, witness no.1. Admittedly just after the alleged occurrence the local police of Melandah PS went to the place of occurrence and if police could find any prima facie truth of cognizable offence then it was the natural consequence that police would register a case but that did not happen. Because police found that there was a dispute regarding the payment of dower money of accused no.1 and both the parties agreed to settle the matter amicably through local shalish by the elites of the locality including the local Chairman, as it reveals from the report dated 28.10.2021 of the local police. It appears that the present case is an afterthought and a counter case against the

criminal case filed against the complainant and witness no.1.

In such view of the facts, there is no ingredient of either illegal confinement under section 342 or of demanding extortion under section 385 of the Penal code. There is also no ingredient of criminal intimidation under section 506 of the Penal Code. It's a trivial matter and no fruitful purpose will be served if the present case is further allowed to continue by interfering with the order of discharge passed by the learned Joint Sessions Judge by this Court in a revisional jurisdiction. In the given facts and circumstance of the case the learned trial judge rightly discharged the accused and we do not find any reason to interfere with the impugned order. Since there is no merit in the Rule, we are constrained to discharge the same.

In the result, the Rule is **discharged**.

Communicate the Judgment and order at once.

Ashish Ranjan Das, J:

I agree.

Md. Ziaul Karim
Bench Officer